গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮
সময়	:	বেলা ১২:০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হয়েছে।

০৩। সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে গত ২৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি দৃঢ়করণ করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের ওপর আলোচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

<table>
<tr><th>ক্র:নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.১</td><td>অনিষ্পন্ন বিষয়</td><td>উপ-সচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা সভায় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা হতে প্রাপ্ত অনিষ্পন্ন বিষয়াদির নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উপস্থাপন করেনঃ
<table>
<tr><th>শাখার নাম</th><th>অনিষ্পন্ন বিষয়ের সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>প্রশাসন-১ শাখা</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td>অডিট শাখা</td><td>১৭৬</td></tr>
<tr><td>আইন শাখা</td><td>০৩</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৮৪</td></tr>
</table>
আলোচনায় অংশ নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) সভায় বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির জন্য কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে সভা করা হচ্ছে। সভাপতি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

সভাপতি আইন সংক্রান্ত পেন্ডিং ৩টি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (আইন) বলেন যে, (১) রেলওয়ে এ্যাক্ট ১৮৯০-এর ভাষান্তরসহ প্রয়োজনীয় সংশোধন; (২) খসড়া রেলওয়ে স্থাবর সম্পত্তি (অবৈধ দখল উদ্ধার) আইন ২০১৭ প্রণয়ন এবং (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভাষান্তরিত আইন/কোড/বিধি/প্রবিধিসমূহের অনুমোদনের বিষয়াদি পেন্ডিং রয়েছে। সভাপতি আগামী অক্টোবর ১৮ মাসের মধ্যে আইন সংক্রান্ত বিষয়াদির ওপর খসড়া সুপারিশমালা তৈরির জন্য নির্দেশ দেন। এছাড়া, আইন সংক্রান্ত বিষয়ে আলাদা সভা আয়োজন করার জন্যও পরামর্শ দেন।

অনিষ্পন্ন বিষয়াদির সঠিক তালিকা নির্ধারণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে সভাপতি বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কাছে বাংলাদেশ রেলওয়ের পেন্ডিং বিষয়াদির তালিকা এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কাছে মন্ত্রণালয়ের পেন্ডিং বিষয়াদির তালিকা প্রস্তুত করার জন্য সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রয়োজনে তাগিদপত্র দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>(ক) অনিষ্পন্ন তালিকা/ প্রতিবেদন হালনাগাদকরণসহ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(খ) আগামী অক্টোবর ১৮ মাসের মধ্যে আইন সংক্রান্ত বিষয়াদির ওপর খসড়া সুপারিশমালা তৈরি করতে হবে।
(গ) আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আলাদা সভা আয়োজন করতে হবে।
(ঘ) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কাছে বাংলাদেশ রেলওয়ের পেন্ডিং বিষয়াদির তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
(ঙ) বাংলাদেশ রেলওয়ের কাছে মন্ত্রণালয়ের পেন্ডিং বিষয়াদির তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল)।

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

১। যুগ্মসচিব (আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>৩.২</td>
<td>বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।</td>
<td>সভায় আগস্ট ২০১৮ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট অডিট আপত্তি, দাবী ও নিষ্পত্তির নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়:

<table>
<tr><th>বাংলাদেশ রেলওয়ে</th><th>আগস্ট ২০১৮ মাস পর্যন্ত জের</th><th>আগস্ট ২০১৮ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি</th><th>মোট আপত্তি</th><th>আগস্ট ২০১৮ মাসে নিষ্পত্তি</th><th>বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট আপত্তি</th></tr>
<tr><td>সাধারণ</td><td>১২৭৮৩</td><td>-</td><td>১২৭৮৩</td><td>০৫</td><td>১২,৭৭৮</td></tr>
<tr><td>অগ্রিম</td><td>১১৯০</td><td>-</td><td>১১৯০</td><td>০৩</td><td>১১৮৭</td></tr>
<tr><td>খসড়া</td><td>৬১৩</td><td>-</td><td>৬১৩</td><td>-</td><td>৬১৩</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৪৫৮৬</td><td></td><td>১৪,৫৮৬</td><td></td><td>১৪৫৭৮</td></tr>
<tr><td>মোট দাবী (হাঃ টাঃ)</td><td>৫৫,২১,২৩,৪১২</td><td>-</td><td>৫৫,২১,২৩,৪১২</td><td>৪,৮৮,৬১২</td><td>৫৫,১৬,৩৪,৮০০</td></tr>
</table>

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) দপ্তরের পত্র নং-মপ/অহি/বিধি/সমন্বয়-সভা/২০০৬(৩)-৩৩৪, তারিখঃ ২৫/৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বিভাগীয় প্রধানগণকে পত্র লেখা হয়েছে। এছাড়া এ দপ্তর হতে গত ২৮/৮/১৮ খ্রিঃ হতে ২৫/৯/১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২০টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অডিট শাখার মন্তব্যের আলোকে (১ মাসের উর্দ্ধে) অগ্রিম অনুচ্ছেদ ভূক্ত ৮৭টি আপত্তি, মে/১৮ মাসে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ও রির্পোটভূক্ত ২৫টি অনিষ্পন্ন পেন্ডিং অডিট আপত্তি ও পিএ কমিটিতে আলোচিত ৩৫টি অনিষ্পন্ন (পেন্ডিং নভেম্বর/১৭ থেকে জুন/১৮ অডিট আপত্তি পর্যন্ত সময়ের) আপত্তি সমূহের জবাব প্রেরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহকে একাধিকবার তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, বর্ণিত তালিকায় ২টি আপত্তি নিষ্পত্তি ও ১০টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব নিষ্পত্তির সুপারিশ সহকারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) সভায় বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিস্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির জন্য কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে সভা করা হচ্ছে। অডিট আপত্তির হিসাবে গড়মিল থাকায় এক মাসের মধ্যে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি reconcile করে প্রকৃত ও হালনাগাদ প্রতিবেদন দিতে উভয় অঞ্চলের জিএমগণ'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভার জন্য দু'টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আরও দু'টি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td>
<td>(ক) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ৪টি বিভাগের জন্য ৪টি আলাদা টিম করার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।
(গ) অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত reconcile করে প্রকৃত ও হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।</td>
<td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td>
</tr>
<tr>
<td>৩.৩</td>
<td>ই-ফাইলিং, ই-জিপি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন।</td>
<td>মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, ০১.০৭.২০১৮ হতে ২৪.০৯.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সিএসটিই (টেলিকম) দপ্তরে মোট ২৩৫টি নথির ১২৫টি ই-নথির মাধ্যমে এবং ১১০টি নথি হার্ড কপিতে নিষ্পন্ন করা হয়েছে যার শতকরা হার ৫৩%। এছাড়া, পরিকল্পনা কোষ, সংস্থাপন এবং প্রকৌশল শাখায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সভাপতি বলেন যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট নথির ৪০% নথি ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে সকল শাখায় ই-ফাইলিং চালু করতে হবে এবং মোট নথির ৪০% ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। তিনি বলেন, মোট সৃজিত নথির সংখ্যা, ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা এবং হার্ড কপিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিবেদন দিতে হবে। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল শাখায় এবং মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরে ই-ফাইলিং-এর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেন। কোন শাখায় কতটি নথি ই-ফাইলে নিষ্পত্তি হয়েছে তার তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি ই-ফাইল ব্যবহার করে পত্রজারী করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন যে একই বিষয়ে হার্ড ফাইল এবং ই-ফাইলিং পরিহার করতে হবে। বেশী ই-ফাইল ব্যবহারকারীকে পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে। সভাপতি ই-ফাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের তুলনামুলক অবস্থান আগামী সভায়</td>
<td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি শাখায় এবং মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে ই-ফাইলিং চালু করতে হবে।
(খ) মোট সৃজিত নথির সংখ্যা, ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা এবং হার্ড কপিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা উল্লেখ করে শাখাভিত্তিক ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (শতকরা হারসহ) প্রেরণ করতে হবে;
(গ) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট নথির কমপক্ষে ৪০% নথি ই-</td>
<td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>উপস্হাপন করতে হবে।</td><td>ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং বেশী ই-ফাইল ব্যবহারকারীকে পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে।
(ঘ) ই-ফাইল ব্যবহার করে পত্র জারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
(ঙ) একই বিষয়ে হার্ড ফাইল এবং ই-ফাইলিং পরিহার করতে হবে।
(চ) ই-ফাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে হবে এবং রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের তুলনামুলক অবস্হান আগামী সভায় উপস্হাপন করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।</td><td>সভায় আগস্ট ২০১৮ মাস পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>মন্ত্রণালয়/ সংস্হার নাম</th><th>অভিযোগের সংখ্যা</th><th>নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা</th><th>অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা</th><th>তিন মাসের উর্ধ্বে অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা</th><th>ছয় মাসের উর্ধ্বে অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>মন্ত্রণালয়</td><td>৪৭</td><td>১</td><td>৪৬</td><td>-</td><td>৪৬</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ রেলওয়ে</td><td>২৯৮</td><td>৩৮</td><td>২৬০</td><td>৮৪</td><td>৯৩</td></tr>
</table>
সভাপতি বলেন যে উপস্হাপিত ছকটি আরও বস্তুনিষ্ঠ করতে হবে। বিগত মাসের জের, চলতি মাসে দায়ের, মোট এবং চলতি মাসে নিষ্পত্তির তথ্য সম্বলিত ছকে প্রতিবেদন উপস্হাপন করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এঁর সভাপতিত্বে আলাদাভাবে সভা আয়োজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>(ক) বিভাগীয় মামলাগুলো অতি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(খ) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহের তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য ছকটি আরও তথ্যবহুল করে হালনাগাদ করতে হবে।
(খ) পেন্ডিং বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পর্যালোচনার জন্য আলাদাভাবে সভার আয়োজন করতে হবে।</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত</td><td>সভায় আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল ও শূন্য পদের নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><th>শ্রেণি</th><th>মোট পদ</th><th>কর্মরত</th><th>শূন্যপদ</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৫৬৩</td><td>৪০৫</td><td>১৫৮</td><td></td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>১৫৮৭</td><td>৮৭৮</td><td>৭০৯</td><td></td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>২১৬৪৪</td><td>১২৭৬০</td><td>৮৮৮৪</td><td></td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>১৬৪৮১</td><td>১০৬৭৫</td><td>৫৮০৬</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪০২৭৫</td><td>২৪৭১৮</td><td>১৫৫৫৭</td><td></td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৭ ক্যাটাগরির ২৯৯টি পদের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট পদসমূহের নিয়োগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার প্রয়াস অব্যাহত আছে। তিনি আরও বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৫৪.০১.২৬০০.০০৬.১১. ০০৪.০৯-৫৯৩ তারিখ ২৬-১১-২০১৫ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন ট্রেডের ১৮৮টি এসএই-এর চাহিদা এবং পত্র নং-৫৪.০১.২৬০০. ০০৬. ১১.০০৪.০৯(লুজ)-৩৯১ তারিখ: ০২-০৮-২০১৭ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ</td><td>(ক) মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চলমান নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ১ম ও ২য় শ্রেণির নন ক্যাডার শূন্য পদ পূরণের জন্য চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে শূন্যপদের চাহিদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে তালিকা</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

		রেলওয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৪৫টি এসএই-এর চাহিদা রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পিএসসি কর্তৃক ২টি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণির শূন্য পদ পূরণের চাহিদা প্রেরণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম)সহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। চাহিদা প্রাপ্তির পর তা সমন্বিত আকরে পিএসসিতে অধিযাচন প্রেরণের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। তিনি নিয়োগ পরীক্ষার সার্বিক বিষয়গুলো সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে মর্মে জানান। মহাপরিচালক আরও বলেন যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল নিয়োগ বিধি পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠনের দপ্তরাদেশ প্রাপ্তির পর বিষয়টি পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও পিএসসিতে প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল নিয়োগ বিধি পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।	১। যুগ্মসচিব (আইন) ২। উপসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় ৩। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩.৬	রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (যাত্রীসেবা, নির্ধারিত সময় অনুসারে ট্রেন পরিচালনা ইত্যাদি)	**(ক) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা সভায় জানান যে, আগস্ট/২০১৮ মাসে ১২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। ইতোমধ্যে এ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ ট্রেন ও স্টেশনে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ওপর অভিযান পরিচালনা করেছেন। সভাপতি বলেন যে, ধৈর্যসহকারে ও সর্বোচ্চ মেধা কাজে লাগিয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। তিনি কমলাপুর এবং বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব, ব্রাক্ষণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ওপর জোর দেন। এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাপ অনুযায়ী প্রতি মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	(ক) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সিডিউল অনুসারে ধৈর্যসহকারে ও সর্বোচ্চ মেধা কাজে লাগিয়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে; এবং (খ) কমলাপুর এবং বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব, ব্রাক্ষণবাড়িয়া স্টেশনসহ বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জোরদার করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।
		(খ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা: সভা অবহিত হয় যে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর আলাদা প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকেন। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে জানানো হয়েছে যে,ঢাকাসহ সকল ডিভিশনে যাত্রীবাহী ট্রেনের ভিতরে ফ্লোর, সিট কভার, টয়লেট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা হচ্ছে। আগস্ট/২০১৮ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৬৯৬টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৬৮৭টিসহ মোট ১৩৮৩টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এছাড়া, এসএসএই/টিক্সআরগণকে আন্ত:নগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ এবং সম্মানিত যাত্রীসাধারণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি ট্রেন এবং স্টেশনে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতামূলক অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ট্রেন এবং স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতামূলক অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।	১। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(গ) সময়ানুবর্তিতার সাথে ট্রেন পরিচালনাঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে আগস্ট/২০১৮ মাসে সময়ানুর্বিততার হার ছিল ৭৯.৫% এবং আগস্ট/২০১৭ তে সময়ানুবর্তিতার হার ছিল ৮৫.৫% । বাংলাদেশ রেলওয়ের সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে এবং মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) ও মহাব্যবস্থাপক (পশ্চিম) মহোদয়গণ ট্রেন চলাচলের সময়ানুবর্তিতা রক্ষায় সার্বক্ষণিক নজরদারী অব্যাহত রেখেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, স্পিড রেসট্রিকসান-এর কারণে সময়ানুবর্তিতার হার কিছুটা কম। স্পিড রেসট্রিকসান উঠিয়ে নেওয়া সম্ভব হলে সার্বিক সময়ানুবর্তিতার হার আরও উন্নত করা সম্ভব হবে। সভাপতি সময়সূচি মোতাবেক যথাসময়ে ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার প্রতি জোর দেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td>
<td>সময়সূচি মোতাবেক যথা সময়ে ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে হবে এবং সময়সূচিতে বিচ্যুতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td>
</tr>
<tr>
<td>৩.৭</td>
<td>রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা</td>
<td>চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব ও পশ্চিম) সভায় জানান যে, আগস্ট ২০১৮ মাসে চলন্ত ট্রেনের ছাদে, ইঞ্জিন ও বাফারে অবৈধভবে ভ্রমণের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া, ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ রোধে জনসচেতনতামূলক প্রচারের নিমিত্ত মাইকিং করা হয়েছে। আগস্ট ২০১৮ মাসের নিম্নরুপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th>অভিযান</th><th>জরিমানাকৃত যাত্রী সংখ্যা</th><th>আদায়কৃত টাকা</th><th>জেল</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>পূর্বাঞ্চল</td><td>৪৬৯</td><td>১০৩৫</td><td>১,৫৬,৩৮৭/-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>পশ্চিমাঞ্চল</td><td>৯৫</td><td>১২৭৩</td><td>৭৭,৬১৫/-</td><td>-</td><td></td></tr>
</table>

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, লোকোফেইলিউর এবং ডিরেলইমেন্ট রোধকল্পে সুষ্ঠু ট্রেন অপারেশন নিশ্চিত করতে ট্র্যাক ও লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

সভাপতি বলেন যে, মানুষ অত্যন্ত ঝুকিঁ নিয়ে ট্রেনে চলাচল করে থাকে। ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং ট্রেনের ছাদে যাতে যাত্রী ভ্রমণ করতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td>
<td>(ক) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং ট্রেনের ছাদে যাতে যাত্রী ভ্রমণ করতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(খ) বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(গ) চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ রোধে জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
(ঘ) মামলা কিংবা অভিযান বিষয়ে তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য ছকটিকে আরও তথ্যবহুল করে হালনাগাদ করতে হবে।</td>
<td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ
৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব ও পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

১। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ</td>
</tr>
<tr>
<td>৩.৮</td>
<td>রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাস।</td>
<td>সভায় আগস্ট ২০১৮ মাসের খাত ভিত্তিক আয়ের নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্হাপন করা হয়:
<table>
<tr><th rowspan="2">খাত</th><th colspan="3">(জুলাই ২০১৮)</th></tr>
<tr><th>লক্ষমাত্রা</th><th>অর্জন</th><th>শতকরা হার</th></tr>
<tr><td>যাত্রী সংখ্যা (হাজারে)</td><td>-</td><td>৭৫৬১</td><td>-</td></tr>
<tr><td>যাত্রী বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>-</td><td>৮৩৯৫</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মালামাল/ পার্শ্বেল বাবদ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>-</td><td>২৭৪৫</td><td>-</td></tr>
<tr><td>বিবিধ আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>-</td><td>৬০৯</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট আয় (লক্ষ টাকায়)</td><td>-</td><td>১১৭৪৯</td><td>-</td></tr>
</table>

সভাপতি বলেন উপস্হাপিত তথ্যের মধ্যে খাতভিত্তিক আয়ের কোন লক্ষ্যমাত্রা নেই। পরিচালক (ট্রাফিক) সভায় জানান যে, সম্প্রতি অর্থ বিভাগ হতে খাতভিত্তিক আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গিয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা করে একটি বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রা স্হির করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি দ্রুত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পরামর্শ প্রদান করেন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সর্বদা সচেষ্ট থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।</td>
<td>(ক) খাতভিত্তিক আয়ের একটি বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রা স্হির করতে হবে এবং তার বিপরীতে আয়ের বিবরণ দিতে হবে।
(খ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।</td>
<td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>৩.৯</td>
<td>বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।</td>
<td>সভায় আগস্ট/২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমের নিম্নরুপ তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়:
<table>
<tr><td>জমি পরিমাণ (একর)</td><td>সময়কাল</td><td colspan="2">অঞ্চল</td><td>মোট</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>পূর্ব</td><td>পশ্চিম</td><td></td></tr>
<tr><td>ভূমির পরিমাণ</td><td></td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>৬১৮৬০.২৮</td></tr>
<tr><td>অবৈধ দখলে</td><td>আগস্ট/১৮ পর্যন্ত</td><td>৬১১.৩৬</td><td>২৮০৮.৮৩৪৯</td><td>৩৪২০.১৯৪৯</td></tr>
<tr><td>উদ্ধারকৃত</td><td>আগস্ট/১৮</td><td>০.০২</td><td>৫.৯২</td><td>৫.৯৪</td></tr>
<tr><td></td><td>মোট =</td><td>৬১১.৩৪</td><td>২৮০২.৯১৪৯</td><td>৩৪১৪.২৫৪৯</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা, অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধারসহ রেলের উচ্ছেদকৃত জমিতে কেউ যেন স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে জিএম (পূর্ব/পশ্চিম)সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।
সভায় অবহিত করা হয় যে, অবৈধ দখল উচ্ছেদ বাবদ চলতি অর্থবছরে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি বিধায় উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। সভাপতি উচ্ছেদ কায়ক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য নির্দেশনা দেন। এছাড়া সভায় অবহিত করা হয় যে রেলওয়ে ভূমি বিষয়ক নীতিমালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি দ্রুত নীতিমালাটি চূড়ান্ত করার জন্য নির্দেশনা দেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td>
<td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রেখে উদ্ধার তৎপরতা আরও জোরদার করতে হবে। উদ্ধারকৃত জমি যাতে পুনরায় অবৈধ দখলে না যায়, সে বিষয় তৎপর থাকতে হবে।
(খ) অবৈধ দখল উচ্ছেদ কায়ক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে।
(খ) রেলওয়ে ভূমি বিষয়ক নীতিমালাটি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।</td>
<td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১। যুগ্মসচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td>
</tr>
<tr>
<td>৩.১০</td>
<td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি</td>
<td>জুলাই ২০১৮ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলার বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ
(অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><td>অঞ্চল</td><td colspan="2">অঞ্চল</td><td colspan="2">জুলাই/২০১৮ মাসে জের</td><td colspan="2">আগস্ট/২০১৮ মাসে নিষ্পত্তি</td><td colspan="2">আগস্ট/২০১৮ মাসের দায়ের</td></tr>
<tr><td></td><td>মামলা</td><td>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</td><td>মামলা</td><td>আদায়কৃত টাকার পরিমাণ</td><td>মামলা</td><td>টাকার পরিমাণ</td><td>মামলা</td><td>অনাদায়ী টাকার পরিমাণ</td></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>১১১</td><td>৫,৯৯,২০,৫৬২/-</td><td>-</td><td>৮৭,০৮১/-</td><td>-</td><td>-</td><td>১১১</td><td>৫,৯৮,৩৩,৪৮১/-</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৪৬</td><td>৩,৮৯,৬৯,৮৬৯/-</td><td>-</td><td>১,০৫,৮২৫/-</td><td>-</td><td>-</td><td>৪৬</td><td>৩,৮৮,৬৪,০৪৪/-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৫৭</td><td>৮,৪২,৯৩,২৭২/-</td><td>-</td><td>১,৯২,৯০৬/-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৫৭</td><td>৯,৮৬,৯৭,৫২৫/-</td></tr>
</table>
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে সভায় জানান যে, পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রেলের সার্টিফিকেট মামলাগুলো যাতে একটি নির্দিষ্ট দিনে করা হয় সে বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে পত্র প্রেরণ করার জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
সভাপতি বলেন পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেন।</td>
<td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রাজস্ব সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনা করতে হবে।
(খ) মাসের কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে সকল মামলার তারিখ রেখে পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করতে হবে।</td>
<td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
১। যুগ্ম-সচিব (আইন ও ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
<tr>
<td>৩.১১</td>
<td>রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রম।</td>
<td>চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নরূপঃ
চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশঃ রেলপথে অপরাধজনক কার্যক্রম প্রতিরোধে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গহনের জন্য মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বরত রেলওয়ে পুলিশের ইউনিট ইনচার্জগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। গত আগস্ট/২০১৮ মাসে চট্টগ্রাম রেলওয়ে জেলা এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ৮টি মোবাইল কোর্টের অভিযান ও ১,২৭৭টি পুলিশী অভিযান পরিচালিত হয়েছে। পরিচালিত মোবাইল কোর্টে ৮২ জন এবং পুলিশ অভিযানে ৫০২জন সহ মোট ৫৮৪ জনকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ৪ জন ও ৩৪৯ জনকে কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩১ জন-কে মুচলেকা গ্রহণ করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আটকৃতদের মধ্যে ট্রেনের ছাদে ভ্রমনের অপরাধে ২৯০জন, টিকিট কালো বাজারী ৩ জন, মাদক সেবনের সাথে জড়িত ৪৩ জন,</td>
<td>(ক) রেলওয়ে নিরাপত্তা বিধানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।
(খ) আরএনবি (পূর্ব ও পশ্চিম)-কে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>১। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক. রেলওয়ে পুলিশ
২। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব ও পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়।</td>
</tr>
</table>

		বিনাটিকেটে ভ্রমণের অপরাধে ১০২ জন, স্টেশনে ভবঘুরে ও গণউৎপাতকারী ৩৮ জন ও অন্যান্য ধারায় ৮ জন রয়েছে। **সৈয়দপুর রেলওয়ে পুলিশঃ** সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলা অধিক্ষেত্রে রেলওয়ের সম্পদ রক্ষা, যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ হতে জানা যায় যে, রেলপথে অপরাধজনক কার্যক্রম প্রতিরোধে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বরত রেলওয়ে পুলিশ ইনচার্জগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, রেলওয়ে নিরাপত্তা বিধানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে এবং চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব ও পশ্চিম) -কে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।		
৩.১২	টিকেট কালো বাজারি রোধে ব্যবস্থাগ্রহণ।	সভায় মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, টিকেট কালোবাজারী বন্ধে রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছেন। সভায় রেলওয়ে পুলিশ হতে জানানো হয়েছে, চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশ টিকিট কালোবাজারী বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। টিকেট কালোবাজারী বন্ধে সকলকে সতর্ক থাকার নিদেশ প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে যারা টিকেট কাটবে শুধু তারাই স্টেশনের প্লাটফরমে প্রবেশ করবে। টিকেট ছাড়া কেউ যাতে প্লাটফরমে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া টিকেট কালোবাজারী বন্ধেও কার্যকর ব্যবস্হা গ্রহণ করার জন্যও তিনি নির্দেশনা দেন।	(ক) টিকেট কালোবাজারী বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। (খ) বিনা টিকেটে কেউ যাতে প্লাটফরমে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ ২। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব ও পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, বাংলাদেশ রেলওয়।

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০০৬.১৩.১৮-৫৬০, তারিখ: আশ্বিন ১৪২৫ / অক্টোবর ২০১৮

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ, কমলাপুর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এসএন্ডসিপি/আরএস/অপারেশন/অবকাঠামো/অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
৫। যুগ্মসচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
৬। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
৭। সহকারি রেল পরিদর্শক, রেলপথ পরিদর্শন অধিদপ্তর, পুরাতন, রেলভবন, ঢাকা।
৮। রেক্টর, রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৯। যুগ্ম (মেকানিক্যাল/প্রকৌশল/অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, রেলভবন, ঢাকা।
১০। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১১। প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

১২। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৪। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৮। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্টগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
১৯। পরিচালক (ট্রাফিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২০। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (তাঁকে কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৩। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৬। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৭। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপ-সচিব (প্রশাসন-২)
ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd

১২। প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৪। উপসচিব(সকল)/উপপ্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১৬। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
১৭। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
১৮। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা/চট্টগ্রাম/লালমনিরহাট/পাকশী।
১৯। পরিচালক (ট্রাফিক), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
২০। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (তাঁকে কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২২। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৩। চীফ কমানডেন্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
২৪। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৬। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
২৭। আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপ-সচিব (প্রশাসন-২)
ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd